IMA Research Foundation

তাং : ৫ই জুলাই ২০০৮

মালয়েশিয়ায় যেয়ে ইলেকট্রিক শকে সবুরের এখন পুঙ্গুত্ব জীবন ...

আমি সাতক্ষীরা উপজেলার বেটরি গ্রামের মোঃ আব্দুর সবুর, পাসপোর্ট নম্বর. ০০৮৯৬৮৫ । গ্রামের ছেলে আমি, বাবা ভাইদে সঙ্গে কাজ করতাম ও সুন্দর দিনাতিপাত করতাম গ্রামের নির্মল পরিবেশে । হঠাৎ একদিন গ্রামের চায়ের দোকানে দেখা হয় গ্রাম্য দালাল আনোয়ারুল ইসলামের সাথে । গ্রাম্য দালাল আনোরুল আমাকে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে প্রলোভন দেখাতে শুরু কওে, বলে গ্রামের কাদা মাটিতে গাধার মতো খেটে কয় টাকা আয় করতে পারিস। কিছু টাকা পয়সা জোগাড় কর তোকে মালয়েশিয়া পাঠাই সেখানে আট ঘন্টা পরিশ্রম করলে মাসে কম করে হলেও ১৫থেকে ১৮ হাজার টাকা আয় করতে পাররি, ওভার টাইম তো আছে। এইসব কথা শুনে আমি চিন্তা করি তাইতো এত খাটুনির পর আর কত টাকা ই বা আয় হয় । তার চাইতে কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে বিদেশ যাওয়াই তো ভাল । এই ভেবে সিদ্ধান্ত নিই যে, বিদেশ যাবো এবং টাকা রোজগার করে সংসারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ আনবো এর পর পরিবারকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করাই আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে। দালালের সাথে চুক্তি হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার । এর পর দালাল আনোয়ারুলকে প্রথম দফায় কিছু টাকা দিই। এর কিছু দিন পর ফিঙ্গারিং করার কথা বলে নেয় ৭০ হাজার টাকা। ফিঙ্গারিং করানোর পর থেকে বিভিন্ন বাহানায় আরো টাকা নিতে থাকে। এভাবে যখন ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে যায় তার পর আবার টাকা চাইলে আমি বলি টাকা তো সব দেওয়া হয়ে গেছে তখন দালাল বলে আরো ১ লক্ষ টাকা লাগবে তা না হলে তোর বিদেশ যাওয়া হবে না। টাকা মার যাওয়ার ভয়ে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সুদের উপর ১ লক্ষ টাকা নিয়ে তুলে দিই দালালের হাতে ।টাকা দেওয়ার পর আজ ফ্লাইট হবে কাল ফ্লাইট হবে করতে করতে দীর্ঘ ৬ মাস পরে আসে সেই কাঙ্খিত দিন ১৫ই জুলাই ২০০৭ ইং তারিখে দামাসি এন্টার প্রাইজের মাধ্যমে যাই স্বপ্নের দেশ মালয়েশিয়া । মালয়েশিয়া কখ পৌছার পর পর কথা ছিল কম্পানির লোক এসে নিয়ে যাবে । দিন যায় রাত যায় কম্পানির কোন লোক আসেনা নিতে। এক দিন অনাহারে থাকার পর জানতে পারলাম আমাদের নিতে এসেছে তখন আন্দদে ভরে উঠেছিল আমার বুক পরক্ষণেই জারতে পারি কম্পানির কোন লোক নিতে আসেনি, এসেছে সে দেশের পুলিশ। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় সিপাং নামক জেলে। সেখানে ৫দিন অনাহারে থাকার পর কম্পানির লোক আসে নিতে । সেখান থেকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় ম্যাক্সলেন নামক গার্মেন্টস ফ্যাক্টারিতে । সেখানে কাজ দেওয়া হয় ১ মাস, কাজ করার পর বেতন নিতে গেলে তারা বেতন তুলে দেয় মাত্র ১৮১ রিংগিত বেতন এত কম কেন জিজ্ঞাস করলে সে দেশের রিক্রুটিং এজেন্সির দালালেরা নির্যাতন করে আর বলে যা দিচ্ছি নে আর না নিলে বাড়ি চলে যা। আমি মনে করি পরবর্তি মাস থেকে হয় তো ঠিক মত বেতন দিবে এই বলে আবারো কাজে যোগ দিই আর চিন্তা করি জায়গা জমি বিক্রি ও সুদের উপর নেওয়া টাকার। কিভাবে সব টাকা পরিশোধ করবো? এসব চিন্তা ভাবনায় ঘুম আসেনা আমার চোখে। একাকী কান্না কাটি করি ।কন্তু কোন সমাধান খুজে পাইনা। মাস শেষ হয় আবার বেতনে একই অবস্থা কথা বললেই জোটে নির্যাতন। এভাবে তিন মাস অতিবাহিত হবার পর বাংলাদেশ হাইকমিশনে রিক্রুটিং এজেন্সিতে টেলিফোন,ফ্যাক্স করে কোন সহায়তা না পেয়ে অন্য ৮০০ শ্রমিকের মত আমিও তাদের সাথে ৭২ টি বাস যোগে ৭ অক্টোবর ২০০৭ ইং তারিখে মলয়েশিয়া সময় রাত ১০ টায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্দেশ্যে রওনা হই পথের মধ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের লেবার কাউন্সিলর মিঃ তালাত মাহমুদ ও মাসুদুল হাসান সহ ডঃ শংকর নামক দালাল রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে হত মিলিয়ে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ভাল কাজের আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রিক্রুটিং এজেন্সির ভাড়া

IMA Research Foundation

করা গুদামে সেখানে দীর্ঘ ১৭ দিন বন্দি করে রাখা হয় অনাহারে অর্ধাহারে । এক পর্য্যায়ে আবারো মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে গুদাম ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সিপাং নামক ইমিগ্রেশান কারাগারে। সেখানে উস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার ও বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সির পক্ষের দালালেরা । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে বাংলাদেশী উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকার পরও মালযেশিয়ান পুলিশ ও তামিলরা আমাদের উপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। এর পর রিক্রুটিং এজেন্সির দালালেরা হাইকমিশনের লোকদের সাথে হাত মিলিযে তাদেও ভাড়া করা তামিল মাস্তান অমানবিক শারীরিক নির্যাতন ও ইলেকট্রিক শক দেয়। তাদের এক জন আমি সবুর, আমাকে অমানবিক ভাবে পর পর তিন দিন ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। সেখানে আমি টানা ৭ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকি চিকিৎসা বিহীন। এঅবস্থায় তালাত মাহমুদ ২দিন এখানে আসেন অন্যরা আমার চিকিৎসার কথা বললে সেটা কর্ণপাত না করে বলেন ওমন দুই তিনটা সবুর মরলে আমার কিছুই হবেনা। ৭ দিন পর যখন আমার জ্ঞান ফিরে তখন আমি বুঝতে পারি আমার হাত পা দ্বারা কোন কাজ করতে পারছিনা। সব কিছু জানার পরও হাইকমিশন আমার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। অতপর বাড়িতে খবর পেলে জমি বিক্রি করে আমার বাবা মা অমানবিকতার স্বিকার তাদের সন্তানকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। তার পর আমি আমার সব রঙিন স্বপ্ন আশা আকাংখা সব কিছু মালয়েশিয়ার মাটিতে জলাঞ্জলী দিয়ে পুঙ্গুত্ব বরণ করে প্রতারনার শিকার হয়ে ১৩/০১/০৮ইং তারিখে বাবা মায়ের কোলে ফিরে আসি। ফিরে আসার পর দালালের কাছে ক্ষতি পূরণের টাকা চাইলে টাকা দেওয়া তো দুরের কথা উল্ট ভয় ভিতি ও প্রাণ নাসের হুমকি দেয় । নিরুপায় হয়ে ক্ষতিপূরণ সহ মালয়েশিয়া গমন বাবদ ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় ইমার সহযোগিতায় অভিযোগ দায়ের করি ইগউঞ তে । অত্যান্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য যে এই অসহায় প্রায় পুঙ্গত্ব বরণ করা আমাকে শুনানীর নামে বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগ প্রাপ্ত কিছু অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর কারনে প্রতিনিয়োত হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে নিজের জম্মভূমিতে। এরা শুনানীর নামে নিরব নির্মম প্রতারণা করে যাচ্ছে আমার মতো প্রতারিত হাজারো সবুরের সাথে। তাহলে কি আমি নিজ দেশেও পাবনা আমার ন্যায় বিচার? ফিওে পাবনা কি আমার ক্ষতি পূরণের টাকা? এই প্রশ্ন থাকলো দেশ বাসীর কাছে? অত্যান্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য যে এত কিছুর পরেও রিক্রুটিং এজেন্সিরা থেকে যাচ্ছে ধরা ছোয়ার বাহিরে । এ অবস্থায় কে নিবে আমার মতো হাজারো অসহায় সহায় সম্বলহীন পরিবারের হাল? কে নিবে এই অসহায় কর্মক্ষমহীন পুঙ্গু প্রায় আমার মতো হাজারো সবুরের ভার?

সবুরের সাথে যোগাযোগ :
রাদিয়ান রাহেব
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন
মোবাইল : +৮৮-০১৯১১.৫৫৫.৯৯২